নতুন দল

জামিল হাসান সুজন

রোদেলা দুপুর অথবা মায়াবী রাত

[জীবনমুখী একটি ধারাবাহিক উপন্যাস]

পুর্বের অংশটি পড়তে এখানে টোকা মারুন

নদীর নাম রাণী। ছোট্ট নদী। আগে এক সময় লঞ্চ চলতো এই নদীর উপর দিয়ে। পানি শুকিয়ে নদী এখন অগভীর। তূর্য সেই শুষ্ক হয়ে যাওয়া মরা নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। অদূরে গ্রাম্য কিশোরী আর বৌ ঝিরা গোসল করছে। নদীর ওপারে ঘন বসতি - অনেকগুলি পর্ণ কুটির। বালিয়াড়ির ওপারে ঘন ঝোপ ঝাড়। সেদিকে তাকায় তূর্য । সহসা কোথা থেকে কাঁঠালী চাপা ফুলের গন্ধ ওর নাকে এসে লাগে। বুকের ভিতরটা ধ্বক করে উঠে। অনেক দিন আগের একটা দৃশ্য ওর চোখের সামনে ভেসে উঠে। পদ্মা নদীর তীরে সে আর পারমিতা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমনি এক নির্জন দুপুর। কোথাও কেউ নেই। আকাশ আর নদীকে ঘিরে অসীম শূণ্যতা। শুধু সে আর পারমিতা। হঠাৎ কি হয় তূর্যের। পারমিতার মিষ্টি মুখ খানার দিকে অপলক কিছু সময় তাকিয়ে থাকে। তারপর দুই হাতে পারমিতার দুই গাল স্পর্শ করে ওর ঠোঁটে আলতো করে চুমু খায়। কেঁপে উঠে পারমিতা। ঝট্ করে নিজেকে সরিয়ে নেয়। সেই সময় কোথা থেকে ভেসে এসেছিল কাঁঠালী চাপা ফুলের গন্ধ! হয়তো আকাশ থেকে অথবা স্বর্গ থেকে অথবা পারমিতার মিষ্টি নিঃশ্বাস থেকে। আনমনা হয়ে এইসব ভাবতে থাকে তূর্য।

পেছনে ওরা কখন এসেছে টের পায়নি । ছেলেরা সমস্বরে বলে,'তূর্য ভাই, আমরা এসে গেছি।' চমকে ফিরে তাকায় তূর্য। 'ও তোমরা এসে গেছ - চল যাই -'। নদীর দিকে এগিয়ে যায় ওরা। সেখানে একটি নৌকা বাঁধা আছে। সবাই নৌকাতে উঠে বসে। দুজন ছেলে হাল বায়। নৌকা তর তর করে এগিয়ে যায় ছোট্ট নদীর বুক চিরে।
নৌকায় বসে ওরা দলের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলে। মতি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?'
'মাসুম মাতবরের বাড়ি' জবাব দেয় তূর্য।
'কেন?'
'সে আমাদের দলে যোগ দিতে চায়'
'মাসুম মাতবর! আশ্চর্য - সে তো বুর্জোয়া শ্রেণীর'
মৃদু হাসে তূর্য, 'সে যদি নিজে থেকে দলে যোগ দিতে চায়, তাহলে আমাদের বাধা কোথায়? আর তাছাড়া দলে কিছু অর্থবান লোকের দরকার দল চালানোর জন্য।'
এরপর অন্য প্রসংগ আসে। আলোচনা হয় যৌথ খামার নিয়ে, আরও অন্যান্য বিষয় নিয়ে।
তারপর কিছু সময় চুপচাপ। দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে তূর্য। মতির কথায় চমক ভাঙ্গে : তূর্য ভাই, আমাদের দলের সব কিছুই ভাল লাগে, কিন্তু ধর্মটা কেন বাদ দিতে বলে এটা বুঝিনা।
অবারও মৃদু হাসে তূর্য। বলে,'যার যার বিশ্বাস তার নিজের কাছে। তুমি ধর্ম

পালন কর, নামাজ পড়, রোজা কর - কোন অসুবিধা নাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে ধর্মটা যেন কোনক্রমেই হয়ে না উঠে শোষণের হাতিয়ার।'
মতি তার বৃদ্ধ বাবার কথা ভাবে। পহেজগার, সজ্জ্বন ব্যক্তি। মতি তাই আবার বলে,' আপনি তো আমার আব্বাকে দেখেছেন - নিরীহ ধার্মিক ভাল মানুষ।'
তূর্য আবার হাসে। বলে, 'তোমার আব্বার মত অনেক ধার্মিক ভাল মানুষ আছেন। কিন্তু যারা বর্তমান বিশ্বে ধর্মের ধারক বাহক তারা কিন্তু শোষক শ্রেণীর। সৌদি রাজা বাদশাদের কথায় ধর; তারা শুধু ধর্মের লেবাস গায়ে দিয়ে থাকে আর ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে।'
সবাই চুপ করে শুনে।
নৌকা মাসুম সর্দারের ঘাটে এসে থামে। একে একে সবাই নৌকা থেকে নামে। দূর থেকে মাসুম সর্দারের বিশাল বাড়িটা দেখা যায়। ভেতর থেকে মাসুম সর্দার বের হয়ে আসে। সবাইকে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসায়। দীর্ঘ আলোচনা হয়। চা নাস্তা আসে। সিদ্ধান্ত হয়, এখন থেকে দলের কিছু খরচ পত্র মাসুম বহন করবে। আর তার মত আরও কিছু মহাজন দলে আসতে চায় তাদেরকে আনার ব্যাপারে সে সহযোগিতা করবে।
ফিরে আসার জন্য যখন ওরা উঠে দাঁড়ায় তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে মাসুম সর্দারের যুবতী মেয়ে। কালো মসৃণ গায়ের রং। ওদের দিকে একনজর হেনে সরে যায় সে। আঁধারে বিলীন হয় ছায়া। তূর্য অন্যমনস্ক হয়। এই মেয়েটার জীবনে একটা বিষাদের ঘটনা আছে। সবেগে ভাবনাটা ঝেড়ে ফেলতে চায় সে। সামনে এখন অনেক কাজ। এসব নিয়ে ভাবার অবকাশ কোথায়?

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ১৮/০৬/২০০৮